প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপর ভোটারদের আস্থা অটুট রাখা প্রয়োজন; ইভিএম মারফত ভোটদানের প্রক্রিয়া যেন গণতন্ত্রের নিয়মনীতি মেনে চলেঃ *সিটিজেন্‌স কমিশন অন ইলেকশন্‌স* (নির্বাচন সংক্রান্ত নাগরিক কমিশন, সিসিই)

সুস্থ গণতন্ত্রে নাগরিকরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এবং নির্বাচন পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে আগ্রহী হবেন, এটাই প্রত্যাশিত। ভারতের সংবিধানের ৩২৪ ধারা অনুসারে গঠিত ভারতের নির্বাচন কমিশন (ই সি আই) অনেক সময়েই এমন সব নিরপেক্ষ সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করেছে যারা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ। এই ধরনের নাগরিক সংগঠন নির্বাচন কমিশনের কাছে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছে এবং দুশ্চিন্তার ও আশঙ্কাজনক বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেছে।

তাই এটা খুবই দুঃখজনক যে, ই সি আই ২০১৯ সালের সংসদ নির্বাচন যেভাবে পরিচালনা করেছে তা গুরুতর বিতর্কের জন্ম দিয়েছে এবং বেশ কিছু সংগঠন অত্যন্ত ন্যায্য কারণে ওই নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে। ইভিএম মারফত ভোটদানের স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে এবং ই সি আই-এর নিরপেক্ষতা থেকে বিচ্যুতি নিয়ে যে-সকল সংস্থা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের মধ্যে আছেঃ

দ্য অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্ম্‌স, প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্টদের নিয়ে গঠিত কনস্টিটিউশনাল কন্ডাক্ট গ্রুপ (সিসিজি), দ্য ফোরাম ফর ইলেক্টোরাল ইন্টিগ্রিটি, দ্য দিল্লি সায়েন্স ফোরাম, দ্য আমন বিরাদরি ট্রাস্ট, পিপ্‌ল ফার্স্ট এবং দ্য সেন্টার ফর ফাইন্যানশিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটি। ইসিআই-এর তরফ থেকে উপযুক্ত শাস্তি ব্যতিরেকেই শাসক পার্টি যেভাবে আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছিল, তা নিয়ে অনেক রাজনৈতিক দল, বহু মূলস্রোতের এবং ডিজিট্যাল মিডিয়া সংস্থা এবং সিভিল সোসাইটি গোষ্ঠীও গুরুতর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে সরব হয়েছিলেন। অথচ ই সি আই এইসব ন্যায্য সমালোচনার জবাবে হয় আশঙ্কাজনকরূপে নীরব

থেকেছে, নতুবা আগ্রাসী ধরনে নিজেদের কাজের খতিয়ানকে সমর্থন করেছে। এমনকী নির্বাচন পরিচালনা অথবা তত্ত্বাবধান-কাজে নিযুক্ত বেশ কয়েকজন প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্ট নিজেরাই যখন সুনির্দিষ্টভাবে প্রকট ব্যর্থতাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখনও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

যখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে ই সি আই নিজেদের ব্যর্থতাগুলো নিয়ে অন্তর্বীক্ষণে অনাগ্রহী, তখন অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সিভিল সার্ভেন্ট এবং বেশ কয়েকটি সিভিল সোসাইটি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত এম জি দেবসহায়ম, আই এ এস (অবসরপ্রাপ্ত) উদ্যোগ নিয়ে অন্যান্য কয়েকটি নিরপেক্ষ সিভিল সোসাইটি গোষ্ঠী ও অ-রাজনৈতিক মঞ্চর সঙ্গে পরামর্শ করেন। এইসব গোষ্ঠী ও মঞ্চও ই সি আই-এর বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে একই রকম আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। ২০১৯ এবং ২০২০-তে এ বিষয়ে অনেক সেমিনার ও বহুব্যাপ্ত প্রকাশ্য আলোচনা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে যেসব অবিসংবাদিত প্রস্তাব উঠে আসে তার মধ্যে একটি হলঃ ভারতের নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুতর দিকগুলির গভীরে গিয়ে বিচার করবার জন্য ওই বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানসম্পন্ন বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরি হোক। তদনুযায়ী গঠিত হয় দ্য সিটিজেন্স কমিশন অন ইলেকশন্স (সি সি ই)। এদেশে নির্বাচন যাতে ন্যায্যভাবে ও সততার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় তা সুনিশ্চিত করবার জন্য প্রয়োজনমতো বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে উপযুক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করা এই কমিশনের কর্তব্য। ২০২০ সালের ৫ মার্চ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে নিয়ে সি সি ই গঠিত হয়ঃ

1. সভাপতিঃ মিস্টার জাস্টিস মদন লোকুর, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি।
2. সহ-সভাপতিঃ মিস্টার ওয়াজাহাত হবিবুল্লা, আই এ এস (অবসরপ্রাপ্ত), প্রাক্তন সি-আই-সি [কনস্টিটিউশনাল কন্ডাক্ট গ্রুপ, সি সি জি]
3. মিস্টার জস্টিস হরি পরান্থমম, মাদ্রাজ হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারক।
4. প্রফেসর অরুণ কুমার, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ।
5. ড. জন দয়াল, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় সদস্য
6. পামেলা ফিলিপোস, প্রবীণ সাংবাদিক।
7. ড. শুভাশিস ব্যানার্জি, কম্পিউটার সায়েন্সের প্রফেসর, আই আই টি, দিল্লি।
8. মিস্টার সুন্দর বুর্‌রা, আই এ এস (অবসরপ্রাপ্ত)[সি সি জি]

এম জি দেবসহায়ম (সিসিজি) কমিশনের সমন্বয়কারী ও সুন্দর বুর্‌রা আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করেন।

নির্বাচন সংক্রান্ত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র নিয়ে সি সি ই অনুসন্ধান করে। এর প্রথম বিভাগীয় প্রতিবেদনটি আজ জনসাধারণের সামনে পেশ করা হল। এই প্রতিবেদনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ই ভি এম) এবং ভোটার ভেরিফায়েব্‌ল পেপার অডিট ট্রেইল-এর (ভিভিপিএটি) 'অব্যর্থতা' কিংবা 'অরক্ষিত দশা' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দিল্লি আই আই আইটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রফেসর ড. সঞ্জীব প্রসাদ-এর নির্দেশক্রমে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে। ওয়েবে ..... শিরোনামে প্রতিবেদনটি বসানো হয়েছে; তার একটি সংক্ষিপ্তসার এখানে যুক্ত করা হল।

যে-সংক্ষিপ্তসারটি সংযুক্ত করা হয়েছে তাতে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি 'গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি'র বিবরণ দেওয়া আছে। মূলত সেই নিয়মনীতিগুলির কষ্টিপাথরেই সি সি ই-র বিশেষজ্ঞ দল ই ভি এম-এর কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করেছে, ই ভি এম-এর ব্যবহার উক্ত নিয়মনীতিগুলির সঙ্গে আদৌ সংগত কিনা কিংবা কতদূর সংগত তা বিচার করেছে । সংক্ষেপে বললে, এতে জোর দেওয়া হয়েছে ভোটারের পছন্দমতো প্রার্থী বেছে নেওয়ার অধিকারকে সহজসাধ্য করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখার ওপর এবং জমা-পড়া ও গণিত ভোটগুলির মধ্যে সেই স্বচ্ছতা যাতে বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হয় তার ওপর – সেখানে যাতে এতটুকুও বিচ্যুতি না থাকে।

গণতান্ত্রিক নিয়মনীতিগুলির আর একটি আবশ্যিক শর্ত হল, ভোটদানের প্রক্রিয়াটি যেন ভোটদাতার কছে সহজবোধ্য হয়, তিনি যেন সেটা যাচাই করে নিতে পারেন এবং ভোটদানের প্রক্রিয়া যেন বিনা জটিলতায় তদন্তের অধীন হয় – প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তির প্রয়োগ সত্ত্বেও। ভোটদাতার পছন্দের সামান্যতম ভুল কিংবা মিথ্যা রূপদানের অবকাশ যেন না থাকে।

এই গোষ্ঠী বেশ কয়েকজন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞর এজাহার ও মতামতের উপর নির্ভর করেছে এবং কেন বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিও নির্বাচনের সময় ই ভি এম ব্যবহার না-করাই উচিত বলে মনে করে, সে বিষয়ে অবগত হয়েছে। সি সি ই গোষ্ঠীর কাছে এই ক্ষেত্রের যেসব বিশেষজ্ঞ এজাহার দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন

বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বী এল ভোরা এবং ভগীরথ নরহরি; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ-ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অলোক চৌধুরী; ফ্রি সফ্‌টওয়ার মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া (এফ এস এম আই)-র বাপ্পা সিংহ; দিল্লি আই আই টি-র কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জনিয়ারিং ও স্কুল অব পাবলিক পলিসির সুবোধ শর্মা; রাইট টু ইনফর্মেশন আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী বেঙ্কটেশ নায়ক; চেন্নাই ম্যাথমেটিকাল ইন্সটিটিউটের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর কে ভি সুব্রমণিয়ান; মিডিয়া-পার্সন পুনম আগরওয়াল; প্রফেসর অ্যান্ড ফিউটার ডিজাইনার অনুপম সরফ; সক্রিয় আন্দোলনকারী ও অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভেন্ট এম জি দেবসহায়ম।

এছাড়াও কমিশন এই ক্ষেত্রের কয়েকজন সর্বোচ্চ মানের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞর বিবৃতি লাভ করার সুযোগ পেয়েছে, যথা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেট্‌স ইনস্টিটিউট অন টেকনলজি-র রোনাল্ড এল রিভেস্ট; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেক্স হ্যালডারম্যান; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডগলাস ডব্লিউ জোনস; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাসির মেমন; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলিপ বি স্টার্ক; অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালইয়ের সাইবার সিকিউরিটি বিভাগের স্কুল অব কম্পিউটিং অ্যন্ড ইনফর্মেশন সিস্টেম্‌স-এর অ্যাসোশিয়েট প্রফেসর ভ্যানেসা টেগু।

প্রতিবেদনের ১.১ ধারায় বর্তমানে চালু ইভিএমগুলির প্রকরণগত খুঁটিনাটি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনকে, আর সেই সঙ্গে ভোটদানের সময় মেশিনগুলি ধাপে ধাপে যেসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় সেগুলিকে খুঁটিয়ে বিচার করা হয়েছে। চিন্তিত নাগরিকরা ইভিএমগুলিকে কাজে লাগিয়ে ভুলভ্রান্তি ঘটানো কিংবা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য স্বেচ্ছাকৃত কারচুপি সংক্রান্ত যেসব সংশয় প্রকাশ করেছেন, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রতিবেদনের ১.২ ধারায়। পরবর্তী, অর্থাৎ ২ নং ধারায় নির্বাচনোত্তর পর্বে ভোটগুলিকে সুরক্ষিতভাবে জিম্মায় রাখার ধারাবাহিক প্রণালীটির বিশ্বাসযোগ্যতা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সবই খুঁটিয়ে বিচার করা হয়েছে। ইভিএম এবং তার সঙ্গী ভিভিপ্যাটগুলির প্রকরণগত গঠনটিকে তন্ন তন্ন করে বিচার করবার জন্য প্রতিবেদনে প্রচুর সময় ও বিশেষ জ্ঞান ব্যয় করা হয়েছে। প্রতিবেদনের এই ধারায় ধরা পড়েছে যে, 'সাইড-চ্যানেল থেকে আক্রমণ' এলে, অর্থাৎ তড়িৎচুম্বক ও অন্যান্য পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রকৌশলকে

হ্যাক করা হলে, তা ঠেকাবার ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশন করেনি। দেখা গেছে, এমনকী সুপরিশীলিত ইন্টেল প্রসেসরের 'সফ্‌টওয়ার সুরক্ষা প্রসারণ ব্যবস্থাও' ওই ধরনের অনুপ্রবেশ আর কারচুপির সামনে অসহায়। এইসব ঘটনা গুরুতর সংশয়ের জন্ম দেয়, কেননা মাত্র গুটিকতক ইভিএম-ই একটা গোটা নির্বাচনী কেন্দ্রর নির্বাচনের ফলাফল ঘুরিয়ে দিতে পারে। ইভিএম-এর মধ্যে যে প্রসেসর চিপ্‌টি রয়েছে সেটি কেবল একবারই প্রোগ্রাম করার উপযুক্ত কিনা তাও সন্দেহজনক। বস্তুত সর্বাধুনিক ইভিএমগুলিতে আমেরিকা-স্থিত একটি বহুজাতিকের দ্বারা সরবরাহকৃত MK61FX512VMD12 মাইক্রোকন্ট্রোলার বসানো আছে, যাতে রয়েছে প্রোগ্রাম করা যায় এমন ফ্ল্যাশ মেমরি।

নির্বাচন কমিশন যদি ইভিএম-এর ডিজাইন আর আদি-ছাঁচটি সর্বসাধারণের হাতে প্রকরণগত তদন্ত চালানোর জন্য তুলে দেয়, একমাত্র তাহলেই এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান চালানো সম্ভব। অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে যে নির্বাচন কমিশনের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন সদস্যও নেই যাঁর কম্পিউটার নিরাপত্তা বিষয়ে চর্চার প্রমাণ আছে। বাইরের অনেক সংস্থা আর প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন হয়তো অজান্তে এমন এক সিস্টেমের অধীন হয়ে পড়েছে যার পূর্ণ সুরক্ষায় ঘাটতি আছে।

নির্বাচনী কাঠামোর অন্তর্গত বিভিন্ন পর্যায়ে - ভোটদানের সময় ও তার পর, ভোটদানের পর ভোট জিম্মায় রাখার সময়, ভোট গণনা করার এবং ফলাফল ঘোষণা করার সময় – ইভিএম যেভাবে ঘোরাফেরা করে তার পথরেখা অনুসন্ধান করার পর এই প্রতিবেদনের মত হল, মাঝে মাঝে এমন কিছু ফাঁকা সময় পাওয়া যায় যখন পাহারাহীন মেশিনগুলির কাছে যাওয়া এবং কারচুপি করা সম্ভব।

অনুসন্ধানের ফলাফল থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, সর্বক্ষেত্রে ভোটারের পছন্দর পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিফলন যে সত্যি সত্যিই ঘটেছে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। এইসব ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা তাই বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের বর্তমান ক্রিয়াকর্ম সংশোধনের জন্য আশু পদক্ষেপ প্রয়োজন। সম্ভাব্য ভুলভ্রান্তির কিংবা কারচুপির মাত্রা কতটা হতে পারে সে-বিচার নিরপেক্ষভাবেই এ পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। তাছাড়া এইসব ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে ই

সি আই-এর বর্তমান 'গুণমান নিশ্চিতকরণ' এবং যাচাই-কৌশল এমন নয় যে তা নষ্টামি কিংবা ফলাফলে কারচুপির সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে পারে।

ভিভিপ্যাট পদ্ধতিটা পরে প্রবর্তন করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যাতে ভোটদাতারা ই ভি এম ও তৎসংলগ্ন প্রিন্টার থেকে বেরিয়ে আসা কাগজের টুকরোগুলো স্বচক্ষে দেখে ও স্পর্শ করে নিশ্চিত হতে পারে। ভোটাররা যাতে তাদের ভোটের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় আশ্বস্ত হতে পারে তার একটা বাড়তি ধাপ হিসেবে ভিভিপ্যাট-এর প্রবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু ভোটদানের বর্তমান পদ্ধতি সেই উদ্দেশ্যর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে মনে হয় না, তার মধ্যে এমন সব ফাঁক আছে যাকে সুবিধে মতো কাজে লাগানো সম্ভব। যেমন ধরা যাক এই কাগজি লেজুড়টির কথা। এটিকে অকেজো করে তোলা হয়েছে, যেহেতু 'ছাপমারা কাগজ'টি কেবল ক্ষণিকের জন্য লাফিয়ে উঠেই সিল-করা বাক্সের মধ্যে ঢুকে যায়, যার ফলে ভোটারের পক্ষে নিজের ভোটটি যাচাই করা সম্ভব হয় না। ভিভিপ্যাটগুলিকে গুণে ইলেকট্রনিক ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে পালটা যাচাইকরণের কাজটা করতে ই সি আই আগ্রহী নয়, কারণ তাতে নাকি অযথা সময় নষ্ট হবে। অথচ আগেকার প্রণালীতে কাগজের ব্যালট গোণার মোট সময়ের তুলনায় এখন সময় লাগে অনেক কম। নিয়ম হচ্ছে, ভিভিপ্যাট ভোট-কাগজগুলোকে পুরো একটি বছর সংরক্ষণ করা; কিন্তু ২০১৯ সালের নির্বাচনে ই সি আই আগেভাগেই এই কাগজগুলিকে নষ্ট করে দেয়। এর ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুতর আশঙ্কা জেগে ওঠে। ইভিএম ফলাফলের পুনর্গণনা এবং ভিভিপ্যাট কাগজের বাধ্যতামূলক গণনা সংক্রান্ত অবশ্যপালনীয় নিয়মগুলিকে অক্ষরে ক্ষরে পালন করা উচিত। এসবের জন্য যা সময় লাগবে সেটাকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাধাস্বরূপ জ্ঞান করলে চলবে না।

এইসব ক্ষেত্রে সিসিই-র বিশেষজ্ঞদের মূল সংশয় আর পরামর্শগুলি হলঃ

১) শুরু থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাচাই করার ব্যবস্থাঃ পরীক্ষা করার পূর্ব-নির্ধারিত এবং পূর্ব-বিন্যস্ত ছাঁদগুলি ইভি এম-এর যথার্থতা যাচাইকরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়, একথা সুপরিজ্ঞাত। বর্তমান ইভিএম প্রণালী যাচাইযোগ্য নয় আর সেই কারণে তা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অনুপযুক্ত। সফটওয়ার আর হার্ডওয়ার যাতে পরস্পরের সাপেক্ষে নিরপেক্ষ থাকে তা সুনিশ্চিত করবার জন্য

অভ্রান্ততার প্রমাণযোগ্য নিশ্চয়তাসহ, এমন এক সিস্টেম প্রবর্তন করতে হবে যাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাচাই করা যায়। বাইরে থেকে আরোপ-করা জাল ভোটের বিরুদ্ধে ইসিআই-কে জনসাধারণের দ্বারা যাচাইযোগ্য নিশ্চয়তা ঘোষণা করতে হবে।

২) একটা ইভিএম-এর অভ্রান্ততা যদি প্রমাণ করা না-যায়, তাহলে সেটাকে হ্যাক করা যাবে কিনা তা আগে থেকে বলা কার্যত অসম্ভব। একথাটা জোর দিয়ে বলা দরকার যে একটা ইভিএম-কে এখনও হ্যাক করা যায়নি বলে সেটাকে যে পরেও হ্যাক করা যাবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং ইভিএমগুলিতে কারচুপি করা সম্ভব, এটা ধরে নিয়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

৩) নির্বাচনের পর ইভিএম ভোটগণনার সঙ্গে হাতে-করে গোণা ভিভিপ্যাট কাগজের হিসেব মিলিয়ে নিতে হবে। বাস্তবিক, প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি হাড্ডাহাড্ডি হয়, তাহলে মাত্র কয়েকটি ইভিএম-এ কারচুপি করলেই নির্বাচনের ফলাফল ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি সংগঠন ও রাজনৈতিক দল যা দাবি করেছেন (যথাক্রমে ৩০% ও ৫০%) তার থেকেও বেশি মাত্রায় ইভিএম পরীক্ষা করা দরকার। তাহলেই সম্ভব হবে যাচাইকরণ ও ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা সুনিশ্চিত করা।

৪) ফল ঘোষণার আগে ইলেকট্রনিক ভোটগণনার একটা কড়া হিসেবেনিকেশ হওয়া চাই। কোনো চটজলদি পদ্ধতির ভিত্তিতে এই হিসেবনিকেশ করলে চলবে না, রাশিবৈজ্ঞানিক বিচারে অর্থপূর্ণ ভিভিপ্যাট নমুনা গণনা করতে হবে রাশিবৈজ্ঞানিক হিসেবেনিকেশের কঠিন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকরণ অনুসারে। কোনো কোনো হিসেবনিকেশের ক্ষেত্রে হয়তো – জয়ের ব্যবধানের উপর নির্ভর করে – ভিভিপ্যাট কাগজগুলিকে পুরোপুরিই হাতে করে গোণার দরকার হতে পারে।

সিটিজেন্‌স কমিটি অন ইলেকশন্‌স প্রতিটি নাগরিককে আহ্বান জানাচ্ছে তাঁরা যেন মস্ত দায়িত্ব স্বীকার করে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সেই দায়িত্বপূর্ণ কাজই দেশের গণতান্ত্রিক চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যবে। সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য নির্বাচনের অত্যন্ত তাৎপর্যময় প্রাক্কালে এই প্রতিবেদন জনসাধারণের সামনে নিবেদন করা হল।